জাহাজ ভাঙা ব্যবসা

সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে

wi‡cvU : RqšÍ AvPvh

চট্টগ্রাম সীতাকুন্ডে জাহাজ ভাঙা কারখানাগুলোতে শ্রমদায়সত্ব কায়েম হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতি মুহূর্তে শ্রমিকদের এ মানবিক পরিবেশে কাজ করতে হচ্ছে। সেকালের কায়িক শ্রমে চলছে জাহাজ ভাঙার কাজ। অনুসন্ধানে দেখা গেছে শিপ ব্রেকার্স এসোসিয়েশনের নামে কয়েকজন ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে জাহাজ ভাঙার প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। শ্রমিকদের শোষণ করে তারা কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে শিপ ব্রেকিংয়ে কয়েক বছর কাজ করে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রমিকেরা শারীরিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফিরছে।

শিপ ব্রেকিং থেকে সরকার বছরে ৯০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছে। অথচ আজও শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বলে সরকার ঘোষণা দেয়নি। প্রণয়ন করেনি কোনো নীতিমালা। সরকার ও মালিকদের এ দায়হীনতার কারণে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করছে। দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের প্রাণ দিতে হচ্ছে।

সরেজমিনে সীতাকুন্ড

প্রতিটি ইয়ার্ডে প্রায় এক হাজার শ্রমিক বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করছে। বিশাল জাহাজের ওপর উঠে জাহাজের হাজার কেজি ওজনের প্লেটগুলোকে কেটে ফেলছে। কাটার পর শ্রমিকেরা জাহাজের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকছে। পুরো এলাকা প্রকম্পিত করে প্লেটগুলো সৈকতে পড়ছে। এখানে থেকে বিশাল প্লেটগুলো শ্রমিকেরা দড়ির মাধ্যমে টেনে নিয়ে আসছে।

শ্রমিকদের মধ্যে শিশু শ্রমিকেরাও রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিপ ইয়ার্ডে সম্প্রতি শিশু শ্রমিক বেড়েছে। লোনা জল ও প্রচন্ড রোদে প্রতিটি শ্রমিকের গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। দেখতে শীর্ণকায় শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশের উত্তর অঞ্চলের মঙ্গাপীড়িত এলাকা থেকেই দিনমজুরেরা এখানে কাজ করতে আসে। অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে তাদের শ্রম কেনা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে কাজের চুক্তি হয়। অগ্রিম টাকা দেওয়া হয় বলে একজন শ্রমিক ইচ্ছা করলেই চলে যেতে পারে না। শিপ ইয়ার্ডের শ্রমিক সাফায়েত ২০০০কে বলেন, আমি মূলত জাহাজের প্লেট টেনে আনার কাজ করি। এ কাজটি বেশ কঠিন। বিশাল ভারী এ প্লেট পানি থেকে ইয়ার্ডে আনতে ভীষণ কষ্ট হয়। দড়ি টানতে টানতে দুই ঘাড়ের মাংস শক্ত হয়ে গেছে। এত কষ্টের কাজ। আমাকে মজুরি দেওয়া হয় দিনে মাত্র ৮০ টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রমিকদের এ টাকার মধ্যেই খাওয়া, থাকা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজ করতে অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করে। জাহাজের বিস্ফোরণ ঘটলে শ্রমিকদের পুড়ে মরতে হয়। অথচ প্রতিটি জাহাজ কাটার আগে টকসি ফ্রি করে দিতে হয়। বিস্ফোরক অধিদপ্তর থেকে টকসি ফ্রির সনদ দেওয়ার বিধান রয়েছে। জাহাজ থেকে টকসি বা বিষাক্ত পদার্থগুলো বের করেই জাহাজ কাটার নিয়ম। অথচ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা ছাড়াই বিস্ফোরক অধিদপ্তর থেকে সনদ পাওয়া যায়। জাহাজ কাটতে গিয়ে মারাত্মক বিস্ফোরণে গত পাঁচ বছরে চারশ' শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে। আহত হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শ্রমিকেরা আহত ও নিহত হওয়ার পরও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। লাশও অনেক সময় গুম করে ফেলা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পুরনো এ জাহাজগুলো আন্তর্জাতিক দর অনুসারে সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের বাজার থেকে কিনে আনা হয়। মূলত জাহাজগুলো কেনা হয় শিপ ইয়ার্ড এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। কেনার পর এসোসিয়েশনের সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা আপস রফা করে নেয়। জাহাজটি দেশে প্রবেশের পরই ক্রয়মূল্যের ওপর ৭% ভ্যাট সরকার নিয়ে নেয়। জাহাজ সমুদ্র থাকা অবস্থায়ই জাহাজ কাটার দায়িত্ব কন্ট্রাক্টরদের নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে দিয়ে দেয়া হয়। মূল মালিক থাকেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কন্ট্রাক্টরের অধীনে ফোরম্যান নামে কয়েকজন কাজ করে। প্রথমে জাহাজের ভেতরের সব মূল্যবান দ্রব্য নিলামে বিক্রি করে দেয়া হয়। এরপর জোয়ারের সময় শ্রমিকেরা বিশাল এ জাহাজটি টেনে তীরের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

সমুদ্রের তীরেই শুরু হয় জাহাজগুলো থেকে প্লেট বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

সীতাকুন্ডের শিপ ব্রেকিংয়ের ওপর দীর্ঘসময় গবেষণা করেছেন আমিনুর রসুল বাবুল। তিনি ২০০০কে বলেন, শিপ ব্রেকিংয়ের কারণে পুরো উপকূলীয় অঞ্চলে বিরূপ পরিবেশের প্রতিক্রিয়া পড়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিবেশগত তারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে পড়েছে।

চলছে শ্রম দাসত্ব

শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে চলছে শ্রম দাসত্ব। সরকার ও মালিক কারোরই দায়বদ্ধতা নেই। গত দুই যুগে শিপ ব্রিকিং ইয়ার্ড পাঁচশ শ্রমিক নিহত হয়েছে। কয়েক হাজার হয়েছে আহত। মৃত্যুর পর লাশ ঘুমে করে দেয়ারও ঘটনা রয়েছে। শিপ ব্রেকিং এসোসিয়েশনের শ্রমিকদের কল্যাণে কোনো উদ্যোগ নেই। এসোসিয়েশন থেকে এ প্রতিবেদকে জানান হয়েছে তারা একটি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর জন্য সরকারের কাছে জমি চেয়েছে। মালিকেরা এ শিল্প থেকে শত কোটি টাকা উপার্জন করলেও। কয়েক লাখ টাকার জন্য হাসপাতালের কাজ আটকে রয়েছে। বাংলাদেশ শিপ ব্রেকিং এসোসিয়েশনের সভাপতি জাফর আলম অবশ্য সকল অনিয়মের বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, জাহাজ মালিকেরা সরকারের সকল আইন কানুন মেনেই জাহাজ ভাঙছে। জাহাজ ভাঙার পূর্বেই বিস্ফোরক অধিদপ্তর, বন্দর কর্তৃপক্ষ শুল্ক বিভাগ, নেভীর কাছ থেকে অনুমোদন আনা হচ্ছে। এসোসিয়েশন থেকে সকল মালিককে প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়েছে। সমিতি এ ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে কাজ কাজ করছে।

তবে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এলাকায় ইয়ং পাওয়ার আনসোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা) শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য দীর্ঘদিন কাজ করছে। তারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও অধিকারের বিষয়টি সচেতন করার চেষ্টা করছে। ফলে কিছুটা হলেও শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। মানুষের জন্য ২০০৩ সাল থেকে ইপসাকে এ প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করছে।

শিপ ব্রেকিং এলাকার অবস্থা ও তাদের কার্যক্রম প্রসঙ্গে ইপসার প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবদুল্লাহ আল মামুন ২০০০কে বলেন, '৯৬ সাল থেকে ইপসা থেকে শ্রমিকদের সচেতন করতে সাধ্যমত চেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রে আমরা বেশ সফলও হয়েছি। তিনি বলেন, শিপ ব্রেকিং ইয়াডের শ্রমিকের জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অথচ মালিক ও সরকার সবাই তাদের প্রতি দায়হীন আচরণ করছে।